❑ আঞ্চলিক পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ (Types of Regional Planning) ঃ

পরিকল্পনার ক্ষেত্র, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য এবং কৌশলগত দিক পর্যালোচনা করে পরিকল্পনাকে নিম্নলিখিত কয়েকটিভাগে ভাগ করা যায়।

➤➤ A) পরিকল্পনার প্রকৃতির ভিত্তিতে (Based on Nature of Planning) ঃ

1) বিধিবৎ পরিকল্পনা (Formal Planning) ঃ

এরূপ পরিকল্পনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ এটি লিখিত পরিকল্পনা। যখন কার্যকলাপের সংখ্যা (number of action) অধিক হয়ে থাকে তখন এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কারণ তা পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। যে কোনো পরিকল্পনাকেই বিধিবৎভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে পূরণের দিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই এক্ষেত্রে কী করা উচিত তা আগে থেকেই নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে তাই কার্যসমূহের মধ্যে ঐক্য, সমন্বয় ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহযোগিতা করে।

2) অবিধিবৎ পরিকল্পনা (Informal Planning) ঃ

এরূপ পরিকল্পনা লিখিতভাবে হয় না। পরিকল্পনা পরিচালক বা গ্রহণকারীর মনের মধ্যে এরূপ পরিকল্পনা হয়ে থাকে। কর্মের সংখ্যা এবং গুরুত্ব কম হলে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে হলে এরূপ অবিধিবৎ পরিকল্পনা করা হয়।

➤➤ B) পরিকল্পনার ক্ষেত্র অনুসারে (Based on Field of Planning) ঃ

1) প্রাকৃতিক পরিকল্পনা (Physical Planning) ঃ

কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক গঠন কাঠামোর উপর ভিত্তি করে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাকে বলে **প্রাকৃতিক পরিকল্পনা**। এর উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক দিক থেকে সমস্যাযুক্ত অঞ্চলের উন্নয়ন, সঠিক ভূমিব্যবহার নীতি গঠন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি।

যেমন—জলবিভাজিকা ও নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা; বন্যা, খরা, সেচ পরিকল্পনা; ধ্বংস মোকাবিলা ইত্যাদি।

2) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning) ঃ

কোনো স্থানের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে বলে **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা**। সম্পদের প্রকৃত ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্য

এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ভারতের **পরিকল্পনা কমিশনের** মতে, "Economic planning is essentially a way of organizing and utilizing resources to maximum advantages intrance of defined social ends."

যেমন— কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, SEZ নির্মাণ ইত্যাদি।

এরূপ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, GDP বৃদ্ধি, দারিদ্রতা দূরীকরণ, অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা আনা, ইত্যাদি।

তবে মাথায় রাখতে হবে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পরস্পর পরস্পারের পরিপূরক। কারণ প্রাকৃতিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল বিষয়; যেমন—পরিবহন ব্যয়, উৎপাদনশীলতা, ভূমির মূল্য, সুলভ শ্রমিক ইত্যাদির অন্তর্গত। আবার অনুরূপভাবে কোনো স্থানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও একটি সঠিক প্রাকৃতিক পরিকাঠামো ছাড়া সম্ভব নয়।

3) পরিবেশগত পরিকল্পনা (Environmental Planning) ঃ

পরিবেশের ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে বলে **পরিবেশগত পরিকল্পনা**। পরিবেশের অবক্ষয় না করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার এরূপ পরিকল্পনার লক্ষ্য। দূষণরোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ইত্যাদি পরিবেশগত পরিকল্পনার অন্তর্গত।

যেমন—ভারতের গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান, জাতীয় উদ্যান নির্মাণ পরিকল্পনা ইত্যাদি।

4) উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা (Developmental Planning) ঃ

কোনো অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাকে বলে **উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা**। এরূপ পরিকল্পনা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে করা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রযুক্তির বিকাশ, অর্থনৈতিক বিকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন।

যেমন—ভূমিসংস্কার, শিল্পনীতি পরিকল্পনা, জন বিনিয়োগ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি।

›› C) পারিসরিক বিস্তারের ভিত্তিতে (Based on Spational Extention) ঃ

1) পারিসরিক পরিকল্পনা (Spatial Planning) ঃ

ভূগোলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পারিসরিক পরিকল্পনা হয়ে থাকে। যেখানে ভৌগোলিক মাত্রা (geographical dimension) প্রকাশিত হয়। এর কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য মানুষের ক্রিয়াকলাপের পারিসরিক ধরনকে প্রভাবিত করা। পারিসরিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ধরা হয় যে বিভিন্ন উপাদানের স্থানভিত্তিক ঘটনা কোনো অঞ্চলের পারিসরিক উপব্যবস্থা গঠন করে। স্থানের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর এরূপ পরিকল্পনা নির্ভর করে। এরূপ পরিকল্পনা আঞ্চলিক বিকাশ নীতির (regional growth theory) জন্ম দেয়। এরূপ পরিকল্পনা দুই প্রকার। যথা—

i) অভিযোজী পরিকল্পনা (Adaptive Planning) ঃ

কোনো পারিসরিক ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বাভাবিক ধারার প্রভাবের উপর নির্ভর করে এরূপ পরিকল্পনা গঠিত হয়। এটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ক্রিয়াকলাপের সক্রিয়তা ও বিকাশ ঘটায়।

ii) উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা (Developmental Planning) ঃ

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এটি পারিসরিক কাঠামোর বিবর্তনের ধারাকে চিহ্নিত করে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

যেমন— পশ্চিমবঙ্গে রাসায়নিক এবং জৈবসারের সঠিক প্রয়োগে, স্বাভাবিক বর্ষা ঋতুতে 'HYV' ধানের চাষ শুরু হয়েছে, যা অভিযোজী পরিকল্পনা। আবার ঐ একই জমিতে শীতকালে জলসেচের ব্যবস্থার মাধ্যমে 'বোরো' ধান ও গম চাষ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার উদাহরণ।

2) অপারিসরিক পরিকল্পনা (Non-spatial Planning) ঃ

এই জাতীয় পরিকল্পনায় কোনো পরিসরগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় না। যেমন—জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক পরিকল্পনা ইত্যাদি। তবে এদের সুষম ব্যবহার দেশের বিভিন্ন অংশে ভৌগোলিক ফলাফল প্রকাশ করে। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ পরিকল্পনাতেও পরিসরগত মাত্রার সংযোগসাধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন—জাতীয় অর্থনৈতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার।

ক্ষেত্রীয় পরিকল্পনা (Sectoral planning) অবশ্যই একটি অপারিসরিক পরিকল্পনা যা কৃষি, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি অর্থনৈতিক নানান ক্ষেত্রের একক এবং যুগপৎ উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

▸▸ D) সাংগঠনিক দিক থেকে শ্রেণিবিভাগ (Based on Organizational Structure) ঃ

1) অলঙ্ঘনীয় পরিকল্পনা (Imperative Planning) ঃ

কোনো একটি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যখন কোনো বিশেষ পরিকল্পনাকে নির্দেশ করা হয়, তখন তাকে বলে **অলঙ্ঘনীয় পরিকল্পনা।**

সাধারণত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এরূপ পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে এরূপ পরিকল্পনা হয়ে থাকে। যার হুবহু বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকেন। এর প্রথম উদ্ভব হয় **সোভিয়েত রাশিয়াতে।** সরকারি সংস্থা (public sector) আশানুরূপ অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

2) নির্দেশক পরিকল্পনা (Indicative Planning) ঃ

কোনো অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে পথনির্দেশমূলক পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তাকে বলে **নির্দেশক পরিকল্পনা।** এরূপ পরিকল্পনা ব্যক্তিগত সংস্থার (private sector) হাতে থাকে। সরকার নির্দেশিত পরিকাঠামোর মধ্যে কার্যনির্বাহিত হলেও সরকার প্রত্যক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিগত প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। কিছু ক্ষেত্রে আবার তা সরকারী ও বেসরকারী উভয় অংশীদারিত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণের মাত্রার উপর নির্ভর করে নির্দেশক পরিকল্পনা 'নিষ্ক্রিয়' বা 'সক্রিয়' হতে পারে। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশে এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য। যেমন—বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, ব্যাঙ্কিং পরিষেবার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা ইত্যাদি।

▸▸ E) পদ্ধতি অনুসারে শ্রেণিবিভাগ (Based on Methodology) ঃ

1) আদর্শায়িত পরিকল্পনা (Normative Planning) ঃ

যে সকল পরিকল্পনা নির্ধারিত লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ পর্যায়সমূহকে অনুসরণ করে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ফলাফল অনুসন্ধান করে, তাকে বলে **আদর্শায়িত পরিকল্পনা।** এটি পাঁচটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে হয়ে থাকে। যথা—

a) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ, b) পরিকল্পনাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরী, c) পরিকল্পনার ক্ষেত্রিয় ও কার্যগত উপাদানগুলির মধ্যে সংহতিকরণ ও যোগসূত্র তৈরী, d) স্থানিক পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র তৈরী ও সংহতিকরণ এবং e) বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কাজের সমন্বয়সাধন ও তাদের অবদান নির্ণয়।

এক্ষেত্রে পরিকল্পনাকারী কেবল পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করে থাকেন এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্থার কাজ তার প্রয়োগ করা। প্রাকৃতিক পরিকল্পনাগুলি এরূপ প্রকৃতির হয়ে থাকে।

2) পদ্ধতিগত পরিকল্পনা (Systems Planning) ঃ

পদ্ধতিগত পরিকল্পনা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন সমাজ-কারিগরি (Socio-technical) বিষয়ে কার্যকরী। পরিকল্পনাটি নানান প্রাকৃতিক বা বৈশিষ্ট্যাবলীসহ নানা বস্তু বা উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। যারা পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে নানাপ্রকার সম্পর্ক সৃষ্টি করে, যেগুলি সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে বা নাও পারে। যে কোনো পদ্ধতিতে 'ইনপুটস' ও 'আউটপুটস' থাকবে যা ব্যবস্থাটির কার্যকারিতা নির্দেশ করে।

>> F) উদ্দেশ্যের সংখ্যার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ (Based on Number of Objectives) ঃ

1) **একক উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা (Single Objective Planning) ঃ**
যখন কোনো পরিকল্পনা একটি মাত্র উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গৃহীত হয়, তখন তাকে বলে একক উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা। এরূপ পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জটিলতা কম এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়। একে তাই **কার্যকরী পরিকল্পনাও** বলা যায়। যেমন—সড়ক নির্মাণ কর্মসূচী।

2) **বহু উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা (Multi Objective Planning) ঃ**
এরূপ পরিকল্পনা একাধিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য বিপুল অর্থের বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। যেমন—বহুমুখী নদী পরিকল্পনা।

>> G) পরিচালনার স্তরের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ (Based on Lavel of Manage) ঃ

1) **কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Planning) ঃ**
কৌশলগত পরিকল্পনা হল সংস্থার সামগ্রিক লক্ষ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া এবং সেই উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য গৃহীত নীতি ও কৌশল। এটি শীর্ষ পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি এক প্রকার দীর্ঘ পরিসরের পরিকল্পনা এবং তা 10 বছর পর্যন্ত সময়সীমার হতে পারে। এটি মূলত সংস্থার ক্ষমতার মোট মূল্যায়ন করে থাকে এবং তার সামর্থ্য, দুর্বলতা এবং গতিশীল পরিবেশের একটি উদ্দেশ্যমূলক মূল্যায়ন নিয়ে কাজ করে।

2) **মধ্যবর্তী পরিকল্পনা (Intermediate Planning) ঃ**
এরূপ পরিকল্পনা প্রায় 6 মাস থেকে 2 বছর সময়গত বিস্তারে হয়ে থাকে এবং মধ্যবর্তী ম্যানেজমেন্ট দ্বারা পরিকল্পিত হয়ে থাকে। এটি শীর্ষ পরিচালন পরিকল্পনার কৌশলগত বিকাশে গুরুত্ব দেয়।

3) **অপারেশনাল পরিকল্পনা (Operational Planning) ঃ**
এরূপ পরিকল্পনা বর্তমানে সক্রিয় পরিকল্পনারূপে কাজ করে। এরূপ পরিকল্পনাসমূহ নিম্নস্তরের পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হয়। এগুলি স্বল্প পরিসরের পরিকল্পনা, যা এক সপ্তাহ থেকে এক বছরের সময় সীমার মধ্যে হতে পারে। এগুলি অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট এবং কোনো নির্দিষ্ট কাজ সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে কিভাবে সম্পন্ন হতে পারে তা নির্দেশ করে।

>> H) পরিকল্পনার সময়কালের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ (Based on Duration of Planning) ঃ

1) **দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (Long Term Planning) ঃ**
এই পরিকল্পনায় মেয়াদকাল 15 বছরের বা তারও বেশি। এরূপ পরিকল্পনা হল সরকারী বহুমুখী পরিকল্পনা, যা নির্দিষ্ট হারে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে হয়ে থাকে। এরূপ পরিকল্পনা কৌশলগত পরিকল্পনা হিসাবে বিবেচিত হয়। দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া বলে এর পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন সম্ভব। তবে এরূপ পরিকল্পনা অনিশ্চয়তায় পূর্ণ বলে তার ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন।

2) **স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা (Short Term Planning) ঃ**
এরূপ পরিকল্পনার মেয়াদকাল সাধারণত 2 বা 5 বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। তবে এরূপ পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করতে হয়। এরূপ পরিকল্পনাও কৌশলগত পরিকল্পনা, যা তাৎক্ষণিক ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত। এর মধ্যে ইনভেন্টরি পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

3) **মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (Middle Term Planning) ঃ**
এরূপ পরিকল্পনার মেয়াদকাল 5-15 বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে মূলত এরূপ পরিকল্পনা করা হয়।

>> I) আঞ্চলিক বিস্তারের প্রেক্ষিতে শ্রেণিবিভাগ (Based on Spatial Extention) ঃ

1) **আঞ্চলিক পরিকল্পনা (Regional Planning) ঃ**
কোনো একটি অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক, জলবায়ুগত অবস্থা, সম্পদের যোগান, সমস্যা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বা স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়, তাকে বলে **আঞ্চলিক পরিকল্পনা**।

2) **জাতীয় পরিকল্পনা (National Planning) ঃ**

সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে বা জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে বলে **জাতীয় পরিকল্পনা**। যেমন-ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

3) **আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা (International Planning) ঃ**

আন্তর্জাতিক স্তরে যখন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তখন তাকে বলে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা। যেমন—OPEC সদস্যভুক্ত দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে খনিজ তেলের যোগান, দাম ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা।

➤➤ J) পরিবর্তনশীলতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ (Based on Changeability) ঃ

1) **চলমান পরিকল্পনা (Rolling Planning) ঃ**

এরূপ পরিকল্পনার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ থাকে না। প্রতি বছর নতুন নতুন তথ্য, প্রয়োজনীয়তা ও পরিস্থিতির নিরিখে এরূপ পরিকল্পনার পরিমার্জনের সুযোগ থাকে।

2) **নির্দিষ্ট মেয়াদী পরিকল্পনা (Fixed Planning) ঃ**

এরূপ পরিকল্পনা রূপায়ণের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ বা সময়সীমা থাকে। এই মেয়াদ 5 বছর, 10 বছর, ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায় হতে পারে। যেমন—ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

➤➤ K) অন্যান্য পরিকল্পনা (Others Planning) ঃ

1) **নির্দিষ্ট পরিকল্পনা (Allocative Planning) ঃ**

একটি ক্ষুদ্র এলাকায় নানান পণ্য সামগ্রীর বন্টনের মধ্যে সমন্বয় আনার জন্য যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তাকে বলে **নির্দিষ্ট পরিকল্পনা**। এটি একটি নিয়ন্ত্রণকারী পরিকল্পনা হিসাবে বিবেচিত হয়।

2) **প্রতীয়মান পরিকল্পনা (Manifest Planning) ঃ**

যে পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয় এবং বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাকে বলে **প্রতীয়মান পরিকল্পনা**। এটি এক প্রকার অভিব্যক্তিমূলক পরিকল্পনা। যেমন—রাজনৈতিক দলের নির্বাচনের পূর্বে প্রদত্ত ইস্তাহার।

3) **সুপ্ত পরিকল্পনা (Latent Planning) ঃ**

যে সকল পরিকল্পনা অচেতন অবস্থায় সংগঠিত হয় বা এরূপ পরিকল্পনা অন্য একটি পরিকল্পনার মধ্যে লুকায়িত থাকে। অথবা কোনো পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের পর অন্য কোনও সুপ্ত উদ্দেশ্যসাধন এরূপ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। যেমন—নদীতে বাঁধ নির্মাণে অনেক পরিকল্পনা সুপ্ত থাকতে পারে।

- **গ্লোবাল পরিকল্পনা (Global Planning) ঃ**

  যে সকল পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাকে বলে গ্লোবাল পরিকল্পনা। এরূপ পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা সংগঠন দ্বারা গৃহীত হয়। বিশ্বজনীন সমস্যার সমাধান এর উদ্দেশ্য। যেমন—গ্রীনহাউস নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কিয়টো প্রোটকলের পরিকল্পনা।

4) **উপদেশমূলক পরিকল্পনা (Advisory Planning) ঃ**

যে পরিকল্পনা দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হয়, তাকে বলে **উপদেশমূলক পরিকল্পনা**। সুষ্ঠুভাবে কোনো কার্য সমাধান করার জন্য এরূপ পরিকল্পনা প্রয়োজন।

5) **আদেশমূলক পরিকল্পনা (Command Planning) ঃ**

যে পরিকল্পনা বিশেষ ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাধ্য করে বা আদেশ দেয়, তাকে বলে **আদেশমূলক পরিকল্পনা**। যেমন— শিল্পের দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের পরিকল্পনা।